সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৩৪
WEEKLY BOOKLET:334

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার এগারোতম পীর ও মুর্শিদের বাণীর নামকরণ

জুনাইদ বাগদাদী رحمة الله عليه এর বাণীসমূহ

হাতে তাসবীহ রাখার কারণ ০৫
আলোর নূর ও বরকত বিদায় নেয়া ০৬
তাসাউফ কি? ১১
অহংকারের সবচেয়ে বড় ও ছোট স্তর ১৪

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দাওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণীসমূহ

আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: হে রব্বে মুস্তফা, যে ব্যক্তি "জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণীসমূহ" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে আউলিয়ায়ে কিরামের বরকত হতে অংশ দান কর এবং তাকে তার পিতা-মাতাসহ বিনা হিসেবে ক্ষমা কর। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হাতের ফোলা দূর হয়ে গেলো (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আহমদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি বাথরুমে (Bathroom) গেলাম তখন পড়ে গেলাম, ব্যাথার কারণে হাত ফুলে গেল, (দরূদে পাক পাঠ করতে করতে) রাতে এই ব্যাথা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, স্বপ্নে আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মাদ আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত হলো, আমি আকুতি জানিয়ে আরজ করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তখন রাসূলে পাক

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: হে আমার বৎস! (ব্যাথা অবস্থায়) তোমার দরূদ (পাঠ করা) আমাকে অস্থির করে দিলো। যখন সকাল হলো তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে ব্যাথা ও ফোলার চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। (আল কাওলুল বদী, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

মুশকিল জু সর পে আ'পড়ি তেরে হি নাম সে টলি,
মুশকিল কোশা হে তেরা নাম তুঝ পর দরূদ অউর সালাম।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়্যাহ আত্তারীয়ার মহান বুযুর্গ, সুফীজগতের উজ্জল প্রদীপ, আবুল কাসিম জুনাইদ বিন মুহাম্মদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর অনেক মহান অলিয়ে কামিল এবং স্বীয় যুগের ইমাম ছিলেন। তাঁর মুবারক বাণী সমূহ ইলমে তাসাউফের অমূল্য রত্ন। ২৭ রজব শরীফ তাঁর ইন্তেকাল হয়, اِنۡ شَآءَ الله তাঁর উরশ উপলক্ষ্যে তাঁরই জীবনী সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশিত হবে।

সূফীদের সর্দার, শরীয়ত ও তরীক্বতের ইমাম হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র মাযার শরীফ উরুসুল বিলাদ (অর্থাৎ সমস্ত শহরের সৌন্দর্য) বাগদাদ শরীফে অবস্থিত। তিনি পীরানে পীর, হযরত গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাশায়েখদের অর্ন্তভূক্ত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর ফয়েজ দ্বারা ধন্য করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১) আল্লাহর দরবার থেকে সমর্থন

মহান অলিয়ে কামিল, হযরত ইমাম আব্দুল করীম বিন হাওয়াযিন কুশাইরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন যে, হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত আছি। আল্লাহ পাক আমাকে ইরশাদ করলেন: "হে আবুল কাসিম! তুমি মানুষের মাঝে যা কিছু বর্ণনা করো, তা কোথা থেকে অর্জন করো?" আমি আরয করলাম: "আমি শুধু সত্য কথাই বলি।" আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: "তুমি সত্য বলেছো।" (রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ৪২৩ পৃষ্ঠা)

(২) আল্লাহ পাকের প্রশংসা

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে এভাবে দোয়া করতে শোনা গেছে: আল্লাহ পাকের জন্যই সকল প্রশংসা, হে আমার মাবুদ! তোমার জন্য ততটুকু হামদ (অর্থাৎ প্রশংসা) যতটুকু তোমার জ্ঞানে রয়েছে। (অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! আমরা তোমার প্রশংসা বর্ণনা করতেই পারবো না, যেমন তোমার জ্ঞানের কোন সীমা নেই, তেমনই তোমার প্রশংসাও সীমাহীন ও অশেষ।) (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৩০০)

(৩) আল্লাহর নৈকট্যশীল হওয়ার মাধ্যম

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি মানুষের সামনে বয়ান করছি, এমন সময় একজন ফেরেশতা আমার সামনে এসে দাঁড়াল এবং বলতে লাগল: "আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম কি?" আমি বললাম: "যে আমল গোপনে করা হয়েছে এবং

www.dawateislami.net

মিযানে ভারী হয়।" ফেরেশতা এটা বলে চলে গেলেন যে, "আল্লাহ পাকের শপথ! এটা ইলহামী কথা।" (রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ৪২১ পৃষ্ঠা)

(**মাদানী ফুল:** আল্লাহ পাক প্রত্যেক মানুষের অন্তরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন, যে তাকে নেকীর দাওয়াত দেয়, সেই ফেরেশতাকে মুলহিম এবং তার দাওয়াতকে ইলহাম বলে।)

(মিনহাজুল আবেদীন, ৪৭ পৃষ্ঠা)

(৪) আল্লাহর ভালবাসার শেষসীমা

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাকের নবী, হযরত ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام এত অধিক কান্না করেছেন যার ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়ে গেল এবং এত বেশি কিয়াম করেছেন (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে আল্লাহ পাকের ইবাদত করেছেন) যে, কোমর কুঁজো হয়ে গিয়েছে আর এত বেশি নামায পড়েছেন যে, হাঁটাচলার ক্ষমতাই ছিল না। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহর দরবারে আরয করলেন: তোমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! যদি তোমার ও আমার মাঝখানে আগুনের সমুদ্র হতো তবে আমি তোমার ভালবাসা ও আগ্রহের কারণে এতেও প্রবেশ করতাম। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/৮৫)

মুহাব্বাত মে আপনি গুমা ইয়া ইলাহী!
না পাওঁ মে আপনা পাতা ইয়া ইলাহী!
রাহোঁ মাসত বেখুদ মে তেরী ভিলা মে,
পিলা জাম এ্যয়সা পিলা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৫) হাতে তাসবীহ রাখার কারণ

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর হাতে তাসবীহ দেখে কেউ আরয করলো, এত বড় বুযুর্গ হওয়ার পরও আপনি আপনার হাতে তাসবীহ রাখেন? বললেন: যেই রাস্তার (অর্থাৎ তাসবীহ) মাধ্যমে আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছেছি, আমি তা ছাড়তে পারবো না। (আল মুস্তাতরাফ, ১/২৫২)

(৬) সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ

আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছার সকল রাস্তা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বন্ধ, শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তি ব্যতিত যে আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করে।

(রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ৫০ পৃষ্ঠা)

(৭) সকল রাস্তা বন্ধ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণী "সকল রাস্তা বন্ধ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন রাস্তায় চলে আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়, কেননা এই রাস্তা আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছানোর রাস্তায় এমনভাবে চলো, যেমনিভাবে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমল করেছেন। (হাদীকাতুন নাদীয়া, ১/১৬৯)

(৮) জ্ঞান থাকা অবস্থায় ক্ষতি হবে না

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ বিন উলুওয়ান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: হে যুবক! জ্ঞানকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরো।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৭৬)

www.dawateislami.net

(৯) জ্ঞানের নূর ও বরকত বিদায় নেয়া

তোমার উপর দ্বীনি জ্ঞানের যে হক রয়েছে যদি তুমি তা পূরণ করা ব্যতিত ইলমের মাধ্যমে সম্মান অর্জন করতে বা নিজেকে ইলমের দিকে সম্পর্কিত করতে কিংবা জ্ঞানী বলাতে চাও, তবে "ইলমের নূর" তোমার থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং তোমার উপর শুধুমাত্র ইলমের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে, এই ইলম তোমাদের পক্ষে নয় বরং তোমাদের বিরুদ্ধে হবে আর এটা এই কারণে যে, নিশ্চয় ইলম নিজের ব্যবহারের (অর্থাৎ আমলের) দিকে আহ্বান করে আর যদি ইলমের উপর আমল না করা হয় তবে এর (অসংখ্য) বরকত বিদায় হয়ে যায়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৮৭)

(১০) মূর্খ লোকেদের পেছনে চলো না

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মূর্খ লোকদেরকে নেতা না বানানোর ব্যাপারে বলেন: যে ব্যক্তি কুরআনে পাককে মুখস্ত এবং হাদীসে পাককে সঞ্চয় করে না, তার পেছনে চলো না, কেননা আমাদের জ্ঞান (তাসাউফ ও তরীকত) কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত।

(আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ৫১ পৃষ্ঠা)

(১১) শরীয়ত বিরোধী কাজ সম্পাদনকারীদের উপদেশ

মূর্খ এবং শরীয়ত বিরোধী কাজ সম্পাদনকারী ফকির লোক যারা এটাও বলে দেয় যে, শরীয়ত হলো একটি রাস্তা আর রাস্তার প্রয়োজন তাদেরই হয়, যারা গন্তব্যে পৌঁছায়নি, আমরা তো পৌঁছে গেছি। এমন লোকদের ব্যাপারে হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: নিশ্চয় তারা সত্য বলেছে, তারা পৌঁছে গেছে কিন্তু কোথায়? জাহান্নামে।

(আল ইওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির, ২০৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১২) বাদশাহের মুকুট থেকে অধিক উত্তম

মারেফতে ইলাহী (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পরিচয়) সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য "ইবাদত" বাদশাহের মাথার মুকুটের চেয়ে বেশি উত্তম।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৭৬)

(যখন আরেফিন অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভকারী আউলিয়ায়ে কিরামের জন্য ইবাদতের এমন মর্যাদা, তাহলে যারা বিলায়েত ও পীর, ফকিরীর মিথ্যা দাবী করে এবং ফরয ও ওয়াজিবের ক্ষেত্রে অলসতা করে, এমন ব্যক্তির ছায়া থেকেও বেঁচে থাকা উচিৎ। শরীয়তের দৃষ্টিতে পীর হওয়ার যোগ্য কে, সেই ব্যাপারে জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে "আদাবে মুর্শিদে কামিল" কিতাবটি সংগ্রহ করুন বা দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে ফ্রি ডাউনলোড করুন।)

(১৩) দৃষ্টি সংযত রাখার অনন্য পদ্ধতি

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে কেউ আরয করলো: হে আমার সর্দার! আমি দৃষ্টিকে নত রাখার অভ্যাস গড়তে চাই, এমন কোন বাণী ইরশাদ করুন, যা আমাকে দৃষ্টি নত রাখতে সাহায্য করবে। তিনি বললেন: এই মানসিকতা রাখো যে, আমার দৃষ্টি অন্য কাউকে দেখার পূর্বে একজন প্রত্যক্ষদর্শী (অর্থাৎ আল্লাহ পাক) "আমাকে দেখছেন।" **(ইহইয়াউল উলুম, ৫/১২৯)**

سُبْحٰنَ الله! سُبْحٰنَ الله! سُبْحٰنَ الله! আমার পীর ও মুর্শিদ, হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দৃষ্টিকে নত রাখার কত সুন্দর পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।

www.dawateislami.net

হায়! আমরাও যেন আমাদের মনে এই কথাটি গেঁথে নিই। বেপর্দা মহিলাকে দেখার সময়, উঁকি দেয়ার সময়, একাকিত্বে মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদিতে অশ্লিল দৃশ্য দেখার সময় যদি এই কল্পনা করা হয় যে, "আল্লাহ দেখছেন" এবং খোদাভীতি আধিপত্য বিস্তার করে তবে আল্লাহর শপথ! বান্দা থরথর করে কাঁপতে থাকবে আর গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। হায়! আমাদেরও যেন এরূপ খোদাভীতি নসীব হয়ে যায়, যা আমাদের আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করা থেকে বাঁধা দেয়।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

চুপ কে লোগোঁ সে কিয়ে জিস কে গুনাহ,
ওহ খবরদার হে কিয়া হোনা হে।
আরে অও মুজরিম বে পরওয়া দেখ!
সর পে তলোয়ার হে কিয়া হোনা হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হে নির্বোধ লোকেরা! তোমরা মানুষের অগোচরে গুনাহ করো, তোমরা ভয় করো! কারণ আল্লাহ পাক তোমাদের সব কাজ সম্পর্কে অবগত। হে গুনাহগার ব্যক্তি! তুমি গুনাহ করার সময় কারো তোয়াক্কা করো না, মনো রেখো! তোমার মাথার উপর মৃত্যুর তরবারি ঝুলছে, তুমি কি এই বিষয়ে জানো না যে, তুমি মরে যাবে এবং তোমাকে এই গুনাহের কি কি শাস্তি পেতে হবে?

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১৪) অহেতুক কাজে ব্যস্ত হওয়ার নিদর্শন

আল্লাহ পাক বান্দাকে ছেড়ে দেয়ার নিদর্শন হলো, তাকে অনর্থক বিষয়ে লিপ্ত করে দেন। (আল মুস্তাতরাফ, ১/২৫২)

(১৪) ৩টি সময়ে রহমত

সূফীয়ায়ে কিরামের উপর ৩টি সময় রহমত বর্ষিত হয় (যার মধ্যে দু'টি হলো): (১) খাওয়ার সময়, কেননা তাঁরা ক্ষুধা ব্যতিত আহার করেন না, যাতে খাবার খেয়ে ইবাদতে আরো সচেষ্ট হতে পারেন। (২) জ্ঞানগর্ভ আলোচনার সময়, কেননা তাঁরা আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর অবস্থা ও ঘটনাবলী ব্যতীত কথা বলেন না। (ইহইয়াউল উলুম, ২/৩৩৪)

(১৫) আম্বিয়া, আউলিয়া এব সিদ্দিকীনদের পদ্ধতি হলো নেকীর দাওয়াত

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান আলী বিন হারুন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বলতে শুনেছি: মনে রেখো! লোকদেরকে উপদেশ দেয়া এবং নিজের ও তাদের ব্যাপারে উত্তম বিষয়ের (অর্থাৎ আখিরাতের প্রস্তুতি) প্রতি মনযোগী হওয়া তোমাদের জীবনের উত্তম আমল এবং তোমাদের সময়ে তোমাদের সাথীদের নৈকট্যশীল করার আমল এবং এটাও জেনে নাও! আল্লাহ পাকের নিকট সর্বদা, সর্বযুগে এবং সর্বস্থানে সবচেয়ে উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ হলো সে, যে নিজের উপর আবশ্যক বিষয়কে উত্তম পদ্ধতিতে পালন করে, আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় বিষয়ের দিকে দ্রুততার সহিত অগ্রসর হয়, অতঃপর আল্লাহ পাকের বান্দাদের সবচেয়ে বেশি উপকার সাধন করে। সুতরাং তুমি নিজের জন্য পরিপূর্ণ

www.dawateislami.net

অংশগ্রহণ কর এবং অপরকে উপকার সাধন করে তাদের প্রতি মমতা ও দয়ালু হয়ে যাও। জেনে রাখ! অধিনস্থদের হেদায়তের পথের দিকে আহ্বানকারী উপযুক্ত লোকদের, সৃষ্টিকে উপকার প্রদানকারী লোকদের এবং ভীতি প্রদর্শন ও সুসংবাদ প্রদান করার জন্য প্রস্তুত লোকদের শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে সাহায্য করা হয় আর বিশ্বাসী জ্ঞানের দৃঢ়তার সহিত সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য করা হয়, তাদের নিকট দ্বীনি নিদর্শনের সুক্ষ্মতা প্রকাশ করে দেয়া হয় এবং কুরআনে করীম বুঝার জন্য তাদের মস্তিষ্ককে খুলে দেয়া হয়, তখন তারা নিজেদের উপর কৃত আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ এবং তাঁর মহান কাজ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং প্রদত্ত বিধি-বিধান কঠোরভাবে সম্পাদন করে, যেই কাজে তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে সেই দিকেই অগ্রগামী হয় এবং যথাসম্ভব আল্লাহ পাকের দিকে আহ্বান করে, আপন উম্মতের ব্যাপারে এবং আল্লাহর হুকুম পালনে আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام এই পদ্ধতিই ছিলো আর তাঁদের অনুসরনকারী আউলিয়ায়ে কিরাম, সিদ্দিকীন এবং আল্লাহ পাকের দিকে আহ্বানকারী সকল নেককার লোকেদের এটাই পদ্ধতি। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৩০১)**

(১৬) তপস্বার দু'টি প্রকার

তপস্বা দুই ধরনের: (১) জাহেরী তথা প্রকাশ্য (২) বাতেনী তথা অভ্যন্তরীণ। প্রকাশ্য তপস্বা হলো, মানুষের নিকট যা কিছু রয়েছে, সে তা পছন্দ করে না এবং যা তার নিকট নেই, তার প্রত্যাশাও করে না। অভ্যন্তরীণ তপস্বা হলো, মন থেকে ঐ সকল বস্তুর প্রত্যাশা নির্মূল হয়ে যায় এবং সে এর স্মরণ থেকেও দূর হয়ে যায়। যখন মানুষ এমন হয়ে যাবে তখন আল্লাহ পাক তাকে আখিরাত দেখা ও মন থেকে সেই দিকে মনযোগী

www.dawateislami.net

হওয়ার তৌফিক দান করেন। তখন বান্দা মৃত্যুকে নিকটে মনে করে এবং মাগফিরাতের আশা কম হওয়ার কারণে নেক আমলে বেশি চেষ্টা করে, কেননা তার অন্তর থেকে উপায় দূর হয়ে গেছে আর তার অন্তর শুধুমাত্র আখিরাতের ব্যাপারে মগ্ন থাকে, এভাবেই তপস্বার বাস্তবতা তার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং সে তার দয়ালু প্রতিপালকের একনিষ্ট যিকিরে পূর্ণ হয়ে যায়। (কু-তুল কুলুব, ২/৫৩৫)

(১৮) গুরুত্বপূর্ণ কাজের দরজা

প্রত্যেক শান ও মর্যাদাপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দরজা "পরিশ্রমের" মাধ্যমে খুলে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৯৬)

(১৯) তাসাউফ কি?

আমরা তাসাউফ শুধু কথাবার্তা দ্বারা অর্জন করিনি বরং ক্ষুধা, দুনিয়া ত্যাগ, পছন্দনীয় বিষয়কে উৎসর্গ করে অর্জন করেছি, কেননা তাসাউফ আল্লাহ পাকের সাথে নিজের বিষয়াদি পরিস্কার পরিছন্ন রাখার নাম এবং এর মূল হলো দুনিয়া বিমুখতা। যেমনটি সাহাবীয়ে রাসূল হযরত হারেসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমার নফস দুনিয়া বিমুখ হয়ে গেলো তখন আমি রাতে কিয়াম করলাম এবং দিনের বেলা রোযা রাখলাম।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৯৬)

হিরসে দুনিয়া নিকাল দে দিল সে, ব্যস রাহোঁ তালিবে রিযা ইয়া রব!
দিল কা উজড়া চমন হো ফির আ'বাদ, কোয়ি এ্যয়সি হাওয়া চালা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২০) নিষ্ঠার উচ্চ স্তর

নিষ্ঠা আল্লাহ পাক এবং বান্দার মাঝখানে একটি গোপন বিষয়, যা সম্পর্কে ফিরিশতারাও অবহিত নয়, শয়তানও তা জানে না যে, সেই আমলটি নষ্ট করবে এবং মানবিক চাহিদাও এ ব্যাপারে অনবহিত থাকে যে, একে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ২৪৪ পৃষ্ঠা)

অপর এক জায়গায় তিনি বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাক অন্তরের সাথে ততটুকুই কল্যাণ করেন, যতটুকু অন্তর তাঁর যিকিরে একনিষ্ঠ থাকে, তাহলে দেখে নাও, তোমাদের অন্তরের সাথে কি রয়েছে?

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৯৭)

মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীরে-আহলে-সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আরজ করেন:

আতা কর দে এখলাস কি মুঝ কো নেয়ামত,
না নযদিক আয়ে রিয়া ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২১) দুনিয়া কি?

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে জিজ্ঞাসা করা হলো: দুনিয়া কি? বললেন: যা অন্তরের নিকটবর্তী হয়ে আল্লাহ পাকের প্রতি উদাসীন করে দেয়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৯২)

www.dawateislami.net

(২২) দুনিয়া হলো পরীক্ষার ঘর

এই জগতে যা কিছু আমার সাথে সংঘঠিত হয়, তা আমার খারাপ লাগে না, কেননা আমি একটি মূলনীতি বানিয়ে নিয়েছি আর তা হলো, দুনিয়া হলো দুঃখ, বেদনা, বিপদ এবং পরীক্ষার ঘর আর যদি আমার সাথে ঐসকল বিষয় ঘটে যা আমি পছন্দ করি তবে তা দয়া ও অনুগ্রহ, অন্যথায় মূল তো প্রথম বিষয়টি। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৮৮)

(২৩) অল্পেতুষ্টি কাকে বলে

এই মুহূর্তে যা কিছু তোমার নিকট রয়েছে, তোমার আকাঙ্ক্ষা তার চেয়ে বেশি না হওয়া (অর্থাৎ বেশির প্রত্যাশা না করা)।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৮১)

(২৪) কৃতজ্ঞতার হাকীকত

আল্লাহ পাকের যেকোন নেয়ামত দ্বারা তাঁর অবাধ্যতার কাজে সাহায্য না নেয়া। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৮৬)

(২৫) কথাবার্তায় সতর্কতা

কথাবার্তায় তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন করা বাস্তব তাকওয়া ও পরহেজগারীর থেকে বেশি কঠিন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৮৭)

(২৬) আশ্বস্ত হয়ো না

নিজের নফসের প্রতি (তার প্রতারনার কারণে) আশ্বস্ত হয়ো না, যদিও তা আল্লাহ পাকের আনুগত্যে সর্বদা তোমার সঙ্গ দেয়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৮৭)

www.dawateislami.net

(২৭) আদব দুই প্রকার

আদব দুই প্রকার: (১) গোপন আদব আর (২) প্রকাশ্য আদব। গোপন আদব হলো অন্তরকে পবিত্র ও পরিছন্ন করা, আর প্রকাশ্য আদব হলো নিজের অঙ্গকে (অর্থাৎ হাত, চোখ, কান, পা ইত্যাদি) গুনাহ থেকে বাঁচানো। **(আল মুস্তাতরাফ, ১০/২৫২)**

(২৮) আল্লাহর অনুগ্রহের প্রার্থনা

আল্লাহ পাকের একটি কৃপাদৃষ্টি যদি গুনাহগারের উপর পড়ে যায় তবে সে নেককার হয়ে যায়। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৮৫)**

(২৯) অহঙ্কারের সবচেয়ে বড় ও ছোট স্তর

মন্দের দিক দিয়ে অহঙ্কারের সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তর হলো, তুমি নিজেকে সবকিছু মনে করবে এবং এর চেয়ে ছোট স্তর হলো, তোমার অন্তরে এর ধারণা জন্মানো। (অর্থাৎ নিজেকে সবচেয়ে উত্তম মনে করা অহঙ্কারের নিকৃষ্টতম গুন আর এর ধারণা আসাও মন্দ।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৯২)

(৩০) উপদেশ পূর্ণ মাদানী পুষ্পসম্ভার

হযরত আলী বিন হারুন বিন মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর এক বন্ধুতে এই বিষয়ে চিঠি লিখলেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাক জমিনকে নিজের আউলিয়ায়ে কিরাম শূন্য রাখেন না এবং নিজের পছন্দনীয় বান্দা থেকেও জমিনকে বঞ্চিত করেন না, যাতে আল্লাহ পাক তাঁদের মাধ্যমে সৃষ্টির নিরাপত্তা প্রদান করতে

www.dawateislami.net

পারেন, কেননা আল্লাহ পাক আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সৃষ্টির নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যম বানিয়েছেন এবং তাঁদেরকে নিজের হওয়ার দলিল বানিয়েছেন। আর আমি দয়া ও অনুগ্রহ সহকারে অধিক মেহেরবান খোদার নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি আমাকে এবং আপনাদেরকে তাঁদের (অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) মধ্যে অর্ন্তভূক্ত করে দিন যারা তাঁর গোপন রহস্যের আমানতদার এবং তাঁর মহান কাজের হেফাযতকারী। আল্লাহ পাকের মুবারক পদ্ধতি এটাই যে, তিনি তাঁর এতো বড় ও প্রশস্ত সাম্রাজ্যকে আপন বন্ধু দ্বারা সাজিয়েছেন এবং তাঁদেরকে জমিনে সবচেয়ে বেশি উজ্জল বানিয়েছেন, যাদের মাধ্যমে তাঁর নূর বিচ্ছুরিত হয় এবং আল্লাহ পাকের পরিচয় বহনকারীদের অন্তর থেকে তা প্রকাশ হতে দেয়া যায় আর এই মনিষীরা নক্ষত্রের আলো এবং সূর্য ও চাঁদের নূর দ্বারা উজ্জল আসমান থেকে বেশি সুন্দর, এই মুবারক মনিষীরা আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছানোর রাস্তা এবং তাঁর অনুগতদের পথের নিদর্শন, এই মনিষীদের নির্দশন সৃষ্টিকে উপকৃত করতে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সৃষ্টি থেকে ক্ষতি দূর করতে এই মনিষীদের কল্যাণ ও মঙ্গল ঐ নক্ষত্র থেকে বেশি স্পষ্ট যা দ্বারা জল ও স্থলের অন্ধকারে এবং পথহারা হওয়া অবস্থায় দিক নির্দেশনা নেয়া হয়, কেননা নক্ষত্রের নির্দেশনায় সম্পদ ও প্রাণের মুক্তি লাভ হয় আর ওলামায়ে কিরামের দিক নির্দেশনায় দ্বীনের নিরাপত্তা লাভ হয়, নিজের দ্বীন নিরাপদ রাখতে সফলতা অর্জনকারী এবং নিজের প্রাণ ও সম্পদ নিরাপদ রাখতে সফলতা অর্জনকারীর মাঝে বড় পার্থক্য রয়েছে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৯৮)

www.dawateislami.net

(৩১) জীবনের স্বাদ

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ আলি বিন হুবাইশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণণা করেন, হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে "সন্তুষ্টি" (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তের উপর সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকার) ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: তুমি তো স্বাদময় জীবন এবং চোখের শীতলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছো যে, কে আল্লাহ পাকের প্রতি সন্তুষ্ট? কতিপয় ওলামায়ে কিরাম বলেন: সবচেয়ে স্বাদময় ও মজার জীবন হলো আল্লাহ পাকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা লোকদের। সন্তুষ্টি হলো, যেই বিপদ এসে গেছে, তা খুশিমনে সম্ভাষন জানানো এবং যা আসেনি তার অপেক্ষা চিন্তাভাবনা করে এবং তার গুরুত্ব দিয়ে করা, কেননা আল্লাহ পাক বান্দার সাথে উত্তম আচরণই করে থাকেন, তিনিই তার উপর সবচেয়ে বেশি দয়ালু এবং তিনিই তার উপকারীতা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত, অতঃপর যখন আল্লাহ পাকের কোন সিদ্ধান্ত এসে যায় তখন বান্দা তা অপছন্দ করবে না, কেননা এটাই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছিলো, আপন দয়ালু প্রতিপালকের কাজকে ভাল মনে করবে, অতঃপর যদি বান্দা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আগত বিপদকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে উত্তম ব্যাপার মনে করে তবে সে সন্তুষ্ট হয়ে গেলো। মোটকথা সন্তুষ্টি হলো ঐ ইচ্ছা যা পছন্দ সহকারে হয়, এভাবে যে, বান্দা সেই বস্তুর প্রত্যাশী হয়ে যায় যা আল্লাহ পাক করেছেন আর অন্তর থেকে আল্লাহ পাকের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৯৮)**

করনা রহমত খোদা মুঝ পে আপনি
রাখ এনায়াত সদা মুঝ পে আপনি

www.dawateislami.net

দায়েমী অউর হাতমী রেযা কি

মেরে মাওলা তু খয়রাত দেয় দেয়

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩২) একটি চমৎকার দোয়া

হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কঠিন দিনগুলোতে এভাবে দোয়া করতেন: সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, তিনি চিরঞ্জীবী, তার জন্য সর্বাধিক পবিত্রতা ও বরকতময় অশেষ প্রশংসা, এমন প্রশংসা যা তোমার দয়ালু সত্তা এবং মহত্ব ও শানের উপযুক্ত। সকল পবিত্রতা, মাহাত্ম, মর্যাদা এবং প্রশংসা তোমারই জন্য আর সকল উত্তম, পরিস্কার পরিছন্নতা এবং সুন্দর বিষয় যা তোমার পছন্দ, তা তোমার জন্যই।

হে আমার প্রতিপালক! তোমার নির্বাচিত বিশেষ বান্দা, আমাদের মাওলা আমাদের সর্দার, হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল সাহাবায়ে কিরাম এবং সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এর প্রতি দরূদ অবতীর্ণ করো।

হে আমার আল্লাহ পাক! জমিন ও আসমানে তোমার অনুগতদের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করো, হযরত জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল, আযরাইল, জান্নাতের দায়িত্বশীল হযরত রিদওয়ান এবং জাহান্নামের দায়িত্বশীল হযরত মালিক عَلَيۡهِمُ السَّلَام এর প্রতি রহমত অবতীর্ণ করো।

হে আমার আল্লাহ পাক! তোমার সকল ফেরেশতা, জমিন ও আসমানে বসবাসকারী এবং তোমার সৃষ্টি জগতের তোমার জ্ঞান অনুযায়ী যেখানে যারা থাকে সবার উপর এমন রহমত অবতীর্ণ করো যাতে তোমার

www.dawateislami.net

সন্তুষ্টি রয়েছে, তোমার পছন্দ রয়েছে এবং যেই রহমতের তারা সবাই অধিকারী।

হে আমার আল্লাহ পাক! আরশকে উচ্চতা প্রদানকারী তোমার মহান প্রতিপালকত্বের ওসীলায় তোমার নিকট তোমার দয়া ও কৃপা, অনুগ্রহ ও করুণা, পছন্দ ও দান, কল্যাণ ও মেহেরবানী প্রার্থনা করছি। হে মহাদাতা! অনুগ্রহকারী! তোমার জ্ঞানে আমার যত গুনাহ রয়েছে, আমি তোমার নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমার সকল অপরাধ মার্জনা করার প্রার্থনা করছি। হে আমার প্রতিপালক! স্বীয় দয়া ও কৃপা এবং মেহেরবানী ও দান সহকারে আমার উপর আবশ্যক হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করো, আমার পরিণতি সহজ রেখো এবং আমার মন্দগুলোকে ভাল দ্বারা পরিবর্তন করে দাও। হে ঐ সত্তা, যে যা ইচ্ছা মুছে দাও আর যা ইচ্ছা অটল রাখো এবং আসল লেখা তাঁরই নিকট। তুমি যেমন তেমন আর কেউ হতে পারো না, মৃত্যু পর্যন্ত আমার যেই জীবন অবশিষ্ট রয়েছে, আমাকে এতে গুনাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে এবং সর্বদা নিরাপদে রাখো, ঐ সকল বিষয় যা তোমার অপছন্দ তা আমার জন্য অপছন্দনীয় করে দাও এবং ঐ সকল বিষয় যা তোমার প্রিয় ও পছন্দ, তা আমার জন্যও প্রিয় করে দাও আর আমাকে এর সাথে তোমার পছন্দনীয় পথে চালাও, আমার জন্য তা মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখো, আমার ইচ্ছাসমূহকে এর উপর দৃঢ় রাখো আর আমার নিয়্যতকে এর উপর শক্তিশালী করো, এর জন্য আমার একাকিত্বকে সংশোধন করো, আমার অঙ্গকে এর উপর আমলে লাগিয়ে দাও এবং আমাকে তৌফিক দান করো আর বৃদ্ধি ও পর্যাপ্ততা দ্বারা ধন্য করে দাও।

www.dawateislami.net

হে আমার আল্লাহ পাক! আমাকে তোমার ভয় ও সম্মান এবং তোমার ভীতি দান করো, তোমাকে লজ্জা করা, উত্তম চেষ্টা করার এবং তোমার প্রশংসা সম্বলিত প্রত্যেক পবিত্র বিষয়ের দিকে জলদি ও দ্রুত অগ্রসর কারী বানিয়ে দাও। হে আমার আল্লাহ পাক! আমাকে তোমার নির্বাচিত বান্দা, বন্ধু এবং অনুগতদের মতো সর্বদার যিকির এবং একনিষ্ঠ আমলদার বানাও, এমন যে, তা পরিপূর্ণ, অবিচল, পরিছন্ন এবং তোমার সর্বাধিক পছন্দ হয় আর যতদিন জীবিত থাকবো এর উপর আমল করাতে আমাকে সাহায্য করো।

হে আমার আল্লাহ পাক! যখন আমার মৃত্যু আসবে তখন আমার মৃত্যুকে বরকতময় বানাও এবং সেই দিনকে ভালবাসা ও মহত্ব, নৈকট্য ও সুখ এবং ঈর্ষনীয় দিন বানিয়ে দিও, অনুতাপ ও হতাশার দিন বানিওনা, আমাকে আমার কবরে সুখ ও আনন্দ এবং চোখের শীতলতা সহকারে নামাও এবং কবরকে তোমার জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্যে একটি বাগান, সম্মান ও মেহেরবানী এবং রহমতের স্থান বানিয়ে দাও, আমাকে কবরে উত্তর সমূহ শিখিয়ে দিও এবং কবরের আতঙ্ক থেকে বাঁচিয়ে নিও।

হে আল্লাহ পাক! যখন তুমি আমাকে কবর থেকে উঠাবে তখন নিরাপত্তা ও প্রশান্তি সহকারে উঠাইও, হে ঐ দিন মানুষকে সমবেতকারী! যেই দিন সংগঠিত হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই, যেই দিনের ব্যাপারে আমারও কোন সন্দেহ নেই। তুমি আমাকে সেই দিনের আতঙ্ক থেকে নিরাপদ রেখো, তার কঠোরতা থেকে দূরে রেখো, এর মহাচিন্তা থেকে বাঁচাও, এর কঠিন পিপাসায় পরিতৃপ্ত করাইও এবং আমার হাশর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দলে করো, সেই দয়ালু আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যাকে তুমি নির্বাচন করেছো এবং যাকে তুমি তোমার বন্ধুদের শাফায়াতকারী

www.dawateislami.net

বানিয়েছো, যাকে তোমার সকল পছন্দনীয় বান্দাদের মাঝে অগ্রগামী রেখেছো, যার দলকে তুমি কঠোরতা থেকে বাঁচাবে।

হে আল্লাহ পাক! তুমি আমার হিসাব সহজ করে নিও, যাতে কোন তিরস্কার ও ব্যাখ্যা না থাকে। আমার সাথে তোমার দান ও দয়াসূলভ আচরণ করো, আমাকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ঈর্ষনীয় লোকদের অন্তর্ভূক্ত করিও, আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দান করিও, আমাকে পুলসিরাতে দ্রুততার সহিত পার করো, মিযানে আমার নেক আমলকে ভারী করিও, আমাকে দোযখের গর্জন এবং স্ফুলিঙ্গের আওয়াজ শুনাইওনা এবং আমাকে তা থেকে এবং ঐ সকল বিষয় ও কাজ থেকে বাঁচাও, যা দোযখের নিকটবর্তী করে।

হে আল্লাহ পাক! আমাকে তোমার দয়া ও করুণা এবং দানের ওসীলায় তোমার সম্মান ও শান্তির ঘর জান্নাতে ঐ সকল লোকের সঙ্গ দান করো, যাদের উপর তুমি নেয়ামত দান করেছো অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরাম, সিদ্দিকীন, শুহাদা ও নেককার লোক এবং তাঁরা কতইনা উত্তম সাথী। আমাকে তোমার মহত্ব ও সুখের ঘর জান্নাতে আমার বাপ দাদা, মা, আত্মীয়-স্বজন এবং সন্তানদের সাথে উত্তম ও স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থায় জড়ো করো। আমার প্রতি ভালবাসা পোষনকারী মুসলমান ভাইদের সাথে আমাকে মিলিয়ে দিও।

হে আল্লাহ পাক! সকল মু'মিন নর-নারীর উপর তোমার মেহেরবানী ও রহমতকে প্রসার করো, যারা তোমাকে এক মেনে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, তুমি আমার এবং তাদের সাহায্যকারী, রক্ষক ও যথেষ্ট হয়ে যাও। তাদের আমলনামা বন্ধ হয়ে গেছে, আমল থেমে গেছে এবং তারা যেই পরীক্ষায় রয়েছে তুমি সেই মরহুমদের প্রতি দয়া করো এবং তাদের মধ্যে

www.dawateislami.net

যারা জীবিত তারা যদি গুনাহগার হয় তবে তুমি তাদেরকে তাওবার তৌফিক দাও, তাদের তাওবা কবুল করে, যারা অত্যাচারী তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং নিপীড়িতদের সাহায্য করো, যারা অসুস্থ তাদেরকে আরোগ্য দান করো, আমাকে এবং তাদেরকে এমন সত্যিকার তাওবাকারী বানাও যা তোমার পছন্দ, নিশ্চয় তুমি তা দানকারী, তাকে উত্তম ও কল্যানকারী এবং এর উপর তুমি সক্ষম।

হে আল্লাহ! ঐ দায়িত্বশীলদের ও তাদের অধীনস্থদের সংশোধন করো এবং তাদেরকে নিজের অধিনস্থদের সাথে মমতা ও মেহেরবানী এবং দয়াশীল আচরণ করার তৌফিক দান করো, তাছাড়া আমাকে এবং তাদেরকে এর উপর অটল রাখো।

হে আল্লাহ পাক! আমাকে সত্য বিষয়ের উপর অবিচল রাখো, আমার প্রাণের হেফাযত করো, আমার থেকে ফিতনা দূর করো এবং আমাকে সকল বিপদ-আপদ থেকে বাঁচাও আর আপন অনুগ্রহে আমার জন্য এই সকল বিষয় তোমার দয়াময় দায়িত্বে নিয়ে নাও কারণ তুমিই তা সবচেয়ে ভাল জানো এবং সবচেয়ে বেশি এর উপর সক্ষম। আমাকে মুসলমানদের মাঝে পরস্পর ঝগড়া ও মতানৈক্য দেখাইওনা।

হে আল্লাহ পাক! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমাকে সম্মানিত করো, অপমানিত করো না, উন্নতি দান করো, অবনতি থেকে বাঁচাও, আমাকে সমর্থন করো, আমার জন্য সকল কাজের পথ একত্র করে দাও, দুনিয়ার কাজ আমাকে তোমার আনুগত্য পর্যন্ত পৌঁছতে এবং তোমার হুকুম পালনে আমাকে সাহায্য করে অথচ আখিরাতের কাজে আমার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি, এর উপর আমার বিশ্বাস রয়েছে এবং এরই দিকে আমি প্রত্যাবর্তন করব। নিঃসন্দেহে এই ব্যাপারটি তোমার সাহায্যেই

www.dawateislami.net

আমার জন্য পরিপূর্ণ হবে আর তোমার তৌফিকেই আমার জন্য সঠিক হবে।

হে আল্লাহ পাক! তোমার জন্যই সকল কিছুর বাদশাহী, তুমি সকল কিছুর উপর সক্ষম। হে আল্লাহ পাক! আমার শরীর এবং সকল অবস্থায় আমাকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দান করো এবং আমার সকল বন্ধু, সন্তান এবং আত্মীয়দেরকেও পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দান করো এবং তা সকল মু'মিন নর নারীর জন্য প্রসস্থ করে দাও আর আমার উপর তোমার পছন্দনীয় এবং প্রিয়তম বিধি-বিধান জারি করো এবং তোমার নৈকট্যশীল সকল কথা ও আমলে আমার অধিক সাহায্যকারী হও। হে আওয়াজ শ্রবণকারী! গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত! আর হে আসমানের হাকীম! তোমার বিশেষ বান্দা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তাঁর পরিবারে উপর পূর্বাপর, জাহির বাতিন দরূদ অবতীর্ণ করো, আমার দোয়া কবুল করো এবং আমার সাথে তোমার শান অনুযায়ী কার্য সম্পদন করো। হে সকল মেহেরবানদের চেয়ে বেশি মেহেরবান এবং হে সকল দয়ালুদের চেয়ে বড় দয়ালু!

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৩০২)

হাত উটতে হি বর আয়ে হার মুদ্দাআ,
ওহ দোয়াওঁ মে মাওলা আসর চাহিয়ে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net